আবুল খায়ের গ্রুপে অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ

বহুজাতিক শিল্প প্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের গ্রুপে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি (ট্রেড মার্কেটিং)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি (ট্রেড মার্কেটিং)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিং/এমআইএস/ম্যানেজমেন্টে এমবিএ অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩০ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা www.jagojobs.com/sales-marketing এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

সূত্র: জাগোজবস ডটকম

ট্রাম্পের নীতি অনুসরণ করে তুরস্ককে বাইডেন প্রশাসনের হুমকি

রাশিয়ার কাছ থেকে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০

কেনার ব্যাপারে তুরস্ককে আবার হুমকি দিল মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মাধ্যমে নতুন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন তুরস্কের এস-৪০০ কেনার ব্যাপারে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতিতে অটল থাকল।

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জন কারবি শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, “আমাদের নীতিতে পরিবর্তন আসেনি এবং আমরা আবারো তুরস্ককে এস-৪০০ ব্যবহার না করার আহ্বান জানাচ্ছি।”

তুরস্ক হচ্ছে ন্যাটো জোটভুক্ত প্রথম দেশ যে কি না, রাশিয়ার কাছ থেকে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ সংগ্রহ করেছে। ২০১৭ সালে এ ধরনের চারটি ব্যবস্থা সংগ্রহের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে ৫২০ কোটি ডলারের চুক্তি করে তুরস্ক। ২০১৯ সলের জুলাই মাসে এ ব্যবস্থা আঙ্কারাকে সরবরাহ শুরু করে মস্কো যে প্রক্রিয়া এখনো চলছে।

মার্কিন সরকার ২০১৭ সাল থেকেই রাশিয়ার কাছ থেকে এস-৪০০ কেনার ব্যাপারে তুরস্ককে সতর্ক করে দিয়ে আসছে। মার্কিন সরকার দাবি করছে, এই চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ক রাশিয়ার হাতে বিশাল অঙ্কের বাজেট তুলে দেয়ার পাশাপাশি ন্যাটা জোটের সামরিক প্রযুক্তিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তবে তুরস্ক ও রাশিয়া আমেরিকার এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু আঙ্কারা বলেছে, দেশটি কোনো অবস্থায় রাশিয়ার সঙ্গে করা এ সংক্রান্ত চুক্তি বাতিল করবে না।

সূত্র: পার্সটুডে

মেহেরপুর জিনিয়াস স্কুলে শিক্ষার নামে গলাকাটা বাণিজ্য!

শিক্ষার নামে গলাকাটা বাণিজ্য করছে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের বেতন ও ভর্তি ফিসের জন্য চাপ প্রয়োগ না করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বার বার

বলা হলেও কর্ণপাত করেনি জিনিয়াস স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুল বন্ধ থাকলেও অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে আবার কখনো বাসায় গিয়ে বার বার চাপ প্রয়োগ করে নেওয়া হয়েছে পুরো বেতন। এছাড়াও সেশন চার্জের নামে প্রায় ১৬’শ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জনপ্রতি নেওয়া হয়েছে ১৭’শ ৫০ টাকা করে। যার গাণিতিক অর্থ প্রায় ২৮ লাখ টাকা। এ নিয়ে অভিভাবকদের নানা অভিযোগ থাকলেও বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সাধ্য না থাকলেও বাধ্য হয়েছেন সবাই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন অভিভাবক জানান, দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিলো তারপরও পুরো বেতন দিতে হচ্ছে আমাদের। একসাথে অনেক টাকা দিতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। তার উপর আবার বছরের শুরুতেই দিতে হচ্ছে ১৭’শ ৫০ টাকা সেশন চার্জ। টাকা কম নিতে বা মওকুফ করতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বার বার অনুরোধ করেও কোন লাভ হয়নি।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতি মাসে প্লে থেকে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত বেতন নেওয়া হয় ৬’শ টাকা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ৮’শ টাকা, ৫ম শ্রেণী ১ হাজার টাকা, ৬ষ্ট ও ৭ম শ্রেণী ৯’শ টাকা, ৮ম শ্রেণী ১১’শ টাকা, ৯ম ও ১০ম শ্রেণী ১২’শ টাকা। সব মিলিয়ে বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা আয় হয় বলে জানান বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আল-আমিন ইসলাম বকুল। আন-নুর ফাউন্ডেশনের নামে চলছে বিদ্যালয়টি। যার সভাপতির দায়িত্বে আছেন আল-আমিন ইসলাম বকুল নিজেই।

আল-আমিন ইসলাম বকুল মেহেরপুর জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে বিতর্কিত সংগঠন জামায়াত ইসলামের সূরা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও তিনি মুজিবনগরের আন-নুর টেকনিক্যাল ও বিএম কলেজের প্রিন্সিপাল। তার স্ত্রী রিতা পারভিন বর্তমানে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে আছেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের। তবে স্কুলটির পরিচালক আল-আমিন ইসলাম বকুল জামায়াত নেতা হলেও স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে বিভিন্ন সময় তিনি ক্ষমতাসীন দলের লোকজনকে স্কুল কমিটির সভাপতি বানিয়ে স্কুল পরিচালনা করছেন।

বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল সামসুর রহমান জানান, বিদ্যালয়ে দুই শিফটে ৫৫ জন শিক্ষক পাঠদানের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৬ হাজার ৫’শ টাকা থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত তাদের বেতন দেওয়া

হয় প্রতি মাসে। স্কুলে যা আয় হয় তা স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে খরচ হয়ে যায়। তবে সামসুর রহমানের দেওয়া তথ্যের অমিল পাওয়া গেছে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই যদি হিসেব করা যায় খরচ বাদে আরও প্রায় ৫০ লাখ টাকা অতিরিক্ত থেকে যায়। এই টাকার পুরো অংশই যায় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আল আমিন ইসলাম বকুলের পকেটে।

বিদ্যালয়ের উপার্জিত টাকার অংশ জামায়াত সংগঠনেও যায় বলে জানা গেছে। একটি নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকে জানা যায় প্রতি বছরই এককালীন চাঁদা হিসেবে দেয় লাখ লাখ টাকা। গত ২০২০ সালে ১২ ডিসেম্বর দিয়েছেন ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। যা বায়তুল মাল নামে রশিদের মাধ্যমে গ্রহন করেছে সংগঠনের ক্যাশিয়ার।

পরিচালক আল-আমিন ইসলাম বকুল জানান, স্কুলটি আমাদের মেহেরপুরের সবার। স্কুলটি নষ্ট না করে সহযোগীতা করার আবেদন জানান। একই সঙ্গে সংবাদ না করারও আবেদন জানান।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন জানান, কিছু দিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্র জারি করার কথা ছিল, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষার্থীদের বেতন ও সেশন চার্জ নির্ধারণ করা প্রসঙ্গে। তবে এখনো পর্যন্ত সে ব্যাপারে কোন নির্দেশনা পাইনি। যার কারনে প্রতিষ্ঠান গুলোর ম্যানেজিং কমিটি যেটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সে মোতাবেক স্কুল গুলো পরিচালনা হচ্ছে। তবে করোনাকালিন সময়ে এই ভাবে শিক্ষার্থীদের বেতন বা সেশন ফী’র জন্য চাপ না দিয়ে সদয় হওয়া উচিত।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আশিকুজ্জামান সবুজ পেশায় একজন ঠিকাদার। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য আশকার আলীর সন্তান। তিনি জানান, প্রতিষ্ঠানটি নিয়মের বাইরে চলছে বলে আমার মনে হয় না। সকল কিছু নিয়ম মেনেই করা হয়।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী এম সবেদ আলী বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে নিয়ে কটুক্তি করার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা কলেজ চত্বর থেকে এক বিরাট মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে উপজেলা পরিষদ মঞ্চে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সমাবেশ প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচন অতি নিকটে ।

এ নির্বাচনকে ঘিরে একটি চক্র নৌকার বিরুদ্ধে লেগেছে, নৌকার প্রার্থীর পিছনে লেগেছে। কিভাবে নৌকাকে হারানো যায়। ইতোমধ্যে আপনারা দেখেছেন নিজেরা অঘটন ঘটিয়ে দোষ আওয়ামী লীগের ঘাড়ে, নৌকার ঘাড়ে চাপানোর চেস্টা করছে।

আওয়ামী লীগ কখনো ভাঙচুরের রাজনীতি করেনা। আওয়ামী লীগকে শায়েস্তা করতে চান। আপনার মত পাতি নেতা দেখে আওয়ামী লীগ ভয় করেনা। আমরা পাকিস্তানের শাসন দেখেছি, জিন্না থেকে শুরু করে আইয়ুব খান দেখেছি। আমরা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ থেকে তাদের তাড়িয়েছি। আমরা আওয়ামী লীগ করি, আওয়ামী আন্দোলন দেখে ভয় করেনা।

এদেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু জীবন বাজি রেখে স্বাধীন করার নেতৃত্ব দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনি রাস্তার ধুলো উড়িয়ে ভোট নিতে চান। আপনার চরিত্র এলাকার মানুষ জানে। আপনি মুক্তিযুদ্ধের তকমা গায়ে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে খাচ্ছেন। আপনি বঙ্গবন্ধুর খুনির হাতে হাত মিলিয়েছিলেন।

অন্যদিকে যারা সরকারী টিন চুরি ও জনগণের সম্পদ লুন্ঠন করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে তারা আবার ভোট চায়। জনগণ এই সব

ব্যক্তিকে প্রত্যাখান করে আগামী ১৪ তারিখের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ যুবলীগকে সজাগ থাকতে হবে।

নির্বাচনে ১৪ তারিখে বিজয় নিয়েই সবাইকে ঘরে ফিরতে হবে। নৌকা মার্কা মানেই উন্নয়নের মার্কা। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের। প্রধান বক্তা ছিলেন হাসান কাদীর গনু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রশান্ত অধিকারি, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, এ্যাডঃ বিল্লাল হোসেন, পিপি, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক আনোযার হোসেন হেলা, এ্যাড. জোহা, চুয়াডাঙ্গার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গির আলম মালিক খোকন, বন ও পরিবেশ সম্পাদক, সহিদ মিযা, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদব কাউছার আহম্মদ বাবলু, নির্বাহী সদস্য নুরুল ইসলাম, শাহ আলম, কাজী অরুন,

সিরাজুল ইসলাম, জেলা সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম মন্টু, হাজী লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হামিদুল ইসলাম, আনিমুর রহমান মল্লিক, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, আলম হোসেন, বিআরডিবির চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম মুহিদ, ডাঃ অমল কুমার বিশ্বাস, পৌর সম্পাদক মতিযার রহমান ফারুক, যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, যুব লীগ নেতা আহসান উল্লাহ, সাজ্জাদুল হক স্বপন, ছাত্রলীগ এ্যাড. সালমুন আহম্মদ ডন, নয়ন সরকার, আশরাফুল ইসলাম, মৎসজীবী লীগের শাহাবুল হক, রেজাউল হক, বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, আবু সাইদ পিন্টু, আব্দুল হালিম মন্ডল ও ইয়াকুব আলী মাস্টার।

আলমডাঙ্গায় স্কুল ছাত্রীকে

ধর্ষণের চেষ্টা, ৬ মাসের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ি শাহি মসজিদ প্রাঙ্গণে স্কুল ছাত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। স্কুল ছাত্রীর চিৎকারে সাধারণ জনগণের হাতে ধোলাই এর শিকার পাইকপাড়া গ্রামের বিপুল। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হস্তক্ষেপে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের ১ সন্তানের জনক আব্দুল মান্নানের ছেলে বিপুল (২৭) দীর্ঘদিন যাবৎ একই ইউনিয়নের ঘোলদাড়ি গ্রামের ৭ম শ্রেণির স্কুল পড়ুয়া মেয়ে কে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রেম প্রস্তাব দিয়ে আসছে।

স্কুল ছাত্রী সকালে ঘোলদাড়ি বাজার প্রাঙ্গণে স্কুলে প্রাইভেট পড়তে যায়। প্রাইভেট পড়ে সকাল ৮ টার দিকে একা বাড়ি ফিরছিলো। তাকে একা পেয়ে বিপুল ঘোলদাড়ি ঐতিহ্যবাহী শাহি মসজিদ প্রাঙ্গণে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।

স্কুল ছাত্রী চিৎকার দিলে এলাকাবাসী দ্রুত ছুটে আসে। লম্পট বিপুলকে আটক করে গণধোলাই দেয়। পরে স্থানীয়রা ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশের নিকট সোর্পদ করে।

স্কুল ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে ফাঁড়ি পুলিশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি ঘোলদাড়ি বাজার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিপুলকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

জীবননগরের হাসাদাহে ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জানা যায়, জীবননগর উপজেলার হাসাদাহসহ এর নিকটবর্তী এলাকায় বেশ কয়েক মাস যাবত এলাকার স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি এলাকার আবাদি জমি নষ্ট করে বিভিন্ন ভাটায় মাটি বিক্রি করে আসছে।

আর এই মাটি কাটা ট্রাক্টরের বেপোরোয়া গতির কারণে প্রায় দুর্ঘটনার শিকার হয় সাধারণ মানুষ। এমনকি ট্রাক্টরের বেপোরোয়া গতির কারণে এলাকার মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়ে।

যার কারণে গতকাল শনিবার বেলা ১২টার দিকে হাসাদাহ বাজারের সর্বসাধারণ ট্রাক্টরগুলোর গতিরোধ করেন । বিষয়টি জীবননগর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম মুনিম লিংকনকে অবহিত করলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

বালি মহল বন্ধ অধ্যদেশ আইন ২০১০ এর আইনে আলম ব্রিক্সসকে নগদ ৫০ হাজার অনাদায়ে ১৫ দিনের জেল এবং একই অপরাধে হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদের ৫নং ওয়ার্ড সদস্য শরিফুল ইসলামকে নগদ ৮০ হাজার অনাদায়ে ১ মাস জেল প্রদান করা হয় ।

পরে দণ্ড প্রাপ্ত উভয় ব্যক্তি তাদের জরিমানার টাকা নগদ পরিষদ করেন। এ বিষয়ে উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম মুনিম লিংনের কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান আমার এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

নির্বাহী অফিসারের এই ধরণের পদক্ষের কারণে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণসহ এলাকার সকলেই উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সাধুবাদ জানান।

ঝিনাইদহে র্যাবের অভিযানে বিভিন্ন কারখানায় ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আদায়

ঝিনাইদহ জেলায় র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ২ টি মিষ্টি কারাখানা, ১ টি বিস্কুট, কেক, পাউরুটি উৎপাদন কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ১ টি কসমেটিক্স গোডাউনে নকল কসমেটিক্স মজুত করায় চার জন অভিযুক্তের নিকট থেকে ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আদায় করেছে।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ৬ ফেব্রুয়ারি গতকাল শনিবার সকাল আনুমানিক ৯টা হতে ৪টা পর্যন্ত র্যাব-৬ এর অধিনায়ক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো: কামাল উদ্দিন এবং স্কোয়াড কমান্ডার সিনিয়র এএসপি সোহেল পারভেজ এর নেতৃত্বে ঝিনাইদহে একটি আভিযানিক দল এবং র্যাব ফোর্সের সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা ঢাকা এর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাদির শাহ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ঝিনাইদহের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল ও ঝিনাইদহ ঔষধ প্রশাসনের সহকারী পরিচালক মো: রেহান হাসান এর সহযোগীতায় ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্ট এ অভিযান পরিচালনা করে।

২ টি মিষ্টি তৈরির কারাখানায়, ১ টি বিস্কুট, কেক, পাউরুটি উৎপাদন কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি উৎপাদন ও ১ টি কসমেটিক্স গোডাউনে নকল ও অনুমোদন বিহীন কসমেটিক্স মজুত করায় তাদেরকে ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

গোলাম মোস্তফা (৬৫) মোস্তফা কসমেটিক্সকে ৬০ হাজার টাকা, সুব্রত ঘোষ (৫৫) বাঘাট মিষ্টান্ন ভান্ডার কারখানাকে ৮০ হাজার টাকা, রবি ঘোষ (৩৬) ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডার কারখানাকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও শেখ জামান আহম্মেদ (৩২) হীরা বেকারী এন্ড কারাখানাকে ৮০ হাজার টাকা প্রদান করতে হয়েছে।

মোবাইল কোর্ট মামলা নং ১৭/২০২১, ১৮/২০২১, ১৯/২০২১ এবং ২০/২০২১ তারিখ ০৬/০২/২০২১।

এছাড়া উক্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণে ভেজাল

খাদ্য সামগ্রী এবং নকল ও অনুমোদন বিহীন কসমেটিক্স সামগ্রী ধ্বংস করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ১৮৬টি ঘর হস্তান্তর করেছে প্রশাসন

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কোল সম্প্রদায়ের শান্তিবালার সংসার চলে বাঁশ ও বেঁতের কাজ করে। রেললাইনের ধারে খুপড়ি ঘরে তিন ছেলেমেয়ে, স্বামী ও তার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে থাকতে হয় কোনরকমে।

মাঝে মাঝে রেললাইনের জায়গা উদ্ধার করার সময় মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকায় কখনওবা রেলস্টেশন, গাছতলা, কখনও বা অন্যের বাড়ির বারান্দায় থাকতে হয়।

আবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, আমি কখনো ভাবিনি জীবনে পাকা ঘরে শুতে পারবো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে আমি এখন সন্তানদের সাথে নিয়ে আমার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে পাকা ঘরে বসবাস করছি। যেন সুখের রাজ্যে আমাদের বসবাস।

অল্প টাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন শামীমা খাতুন। তিনিও তার মেয়েকে নিয়ে উঠেছেন প্রধানমন্ত্রীর দেয়া উপহারের ঘরে। স্বপ্নে না ভাবলেও, বাস্তবে ঘর পেয়েছেন। তাই খুশীতে আত্মহারা তিনিও।

কুষ্টিয়ার বিদায়ী জেলা প্রশাসক মো: আসলাম হোসেন বলেন, যেসব মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিলোনা, তাদের পাকা ঘরের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে বর্তমান সরকার। এর মাধ্যমে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে এই বাংলাদেশ। আর এসব কেবল সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার কারণে।

জেলা প্রশাসক জানান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলাসহ তিন উপজেলায় ১৮৬টি ঘরের চাবি ইতোমধ্যেই হস্তান্তর করা হয়েছে। আরো ১৮০টি ঘর নির্মাণের কাজ চলছে। পর্যায়ক্রমে আমাদের জেলার ৬টি উপজেলায় ৪ হাজার ৯৯৫টি ঘর নির্মাণ করা হবে। এই উদ্যোগ মাইলফলক হয়ে থাকবে

বলেও মনে করেন তিনি।

কালীগঞ্জে প্রবীনদের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ৬০ জন, শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার হাসপাতাল সড়কের প্রধান কার্য্যালযে প্রবীন হিতৈষী সংঘের পক্ষ থেকে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

কালীগঞ্জ প্রবীন হিতৈষী সংঘের সভাপতি আনছার আলী, মাস্টার সভাপতিত্বে উপজেলার ৬০ জন প্রবীন সদস্যদের মাঝে কম্বল তুলে দেন, প্রবীন হিতৈষী সংঘের সাধারন সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সদরউদ্দীন মিয়া।

এসময় উপস্তিত ছিলেন, প্রবীন সংঘের সিনিয়র সহ সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা সেকেন্দার আলী, শুকুর আলী মাস্টার, আলীমুদ্দিন মাস্টার, জিল্লুর রহমান, বীরমুক্তিযোদ্ধা ইউনুস আলী গোলাম মোস্তফা, জয়নাল আবেদীনসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কম্বল পেয়ে খুশি সদস্যরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে যাত্রীবাহী বাসের সাথে শ্যালোইঞ্জিন চালিত ট্রলির মুখোমুখী সংঘর্ষের পর ট্রলির ধাক্কায় ভানু খাতুন (৪৩) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কের মিরপুর উপজেলার ভাঙ্গাবটতলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ভানু খাতুন মিরপুর পৌরসভা এলাকার মুন্তা আলীর স্ত্রী।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, দুপুরে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়াগামী একটি যাত্রীবাহী বাস ভাঙ্গাবটতলা নামক স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি শ্যালোইঞ্জিন চালিত ট্রলির মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়।

এসময় শ্যালোইঞ্জিন চালিত ট্রলিটি রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে। সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় ভানু খাতুনকে ট্রলি চাপা দিলে গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

তার মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।